যুগান্তর

4 APR 2009
তারিখ ... 3 APR 2009
পৃষ্ঠা ...

রাজনীতি

শাফিউল ইসলাম

ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার এখনই সময়

শিক্ষামন্ত্রী গত ১৪ মার্চ সিলেটের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বলেছেন- 'শিক্ষাঙ্গনে স্থিতিশীল পরিবেশ ধরে রাখতে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতির ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে।' ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলমান অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে তিনি এই মন্তব্য করেছেন। আমরা তার চিন্তার প্রতিফলন দেখতে চাই। কেন চাই?

ছাত্ররাজনীতির গৌরবময় ইতিহাস আমরা জানি। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। ফলে স্বাধীনতা অর্জন থেকে শুরু করে গণতন্ত্রের পথে নতুন যাত্রা শুরু হয়। এসব ছাত্র আন্দোলনের ফসল। ছাত্ররাজনীতিরও ফসল। কারণ ছাত্ররা তখন রাজনীতি করেছিল ছাত্রদের কল্যাণে, দেশের কল্যাণের কথা ভেবে। সংকীর্ণ কোন স্বার্থ এখানে জড়িত ছিল না। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাই ছিল ছাত্ররাজনীতির মূলবার্তা। আর ছাত্রদের সঠিকপথে অগ্রসর হতে তাদের 'লিডারশিপ' গড়ে তুলতে ভূমিকা রেখেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ তথা ডাকসু, রাকসু, চাকসু প্রভৃতি। বলা যায়, ছাত্ররা শুধু লেখাপড়ায় নয়; বিভিন্ন প্রয়োজনে যেন তারা ছাত্রসমাজসহ গোটা সমাজকে নেতৃত্ব দিতে পারে সেজন্য তাদের নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করাও জরুরি। সেসব বিষয় বিবেচনায় রেখেই এসব ছাত্র সংসদ গড়ে তোলা হয়েছিল। যার ফসল আমরা আজ স্বাধীন সার্বভৌমত্ব দেশে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারছি। মায়ের ভাষায় কথা বলতে পারছি। গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে পারছি। উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছি।

কিন্তু আজ সেই গৌরব কোথায়? কোথায় সেই ছাত্ররাজনীতি তথা ছাত্র আন্দোলন? আমাদের কি সেই ছাত্র আন্দোলন কিংবা ছাত্ররাজনীতির এখন আর দরকার আছে? আর আমাদের বর্তমান ছাত্ররাজনীতির বৈশিষ্ট্যই বা কী? বিদ্যমান ছাত্ররাজনীতি কি গৌরবময় সেই ছাত্ররাজনীতির ফসল? নাকি অন্য কিছু? বিদ্যমান ছাত্ররাজনীতিকে গৌরবময় ছাত্ররাজনীতির সনদ দেয়া যায় না। একে বলা যায় মূলধারার রাজনৈতিক দলের লেজুড়। লেজুড়বৃত্তিই এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর যেসব বৈশিষ্ট্য সেগুলো তো আমরা সবাই জানি। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, মারামারি, খুনাখুনি, রাহাজানি, ধর্ষণ, দলবাজি, সন্ত্রাস প্রভৃতি। আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সর্বশেষ দেশের সর্ববৃহৎ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়-ঢাকা মেডিকেল কলেজে কি দেখলাম? যে শিক্ষাঙ্গনকে ঘিরে এই ছাত্ররাজনীতির চর্চা পরিশীলিত হওয়ার কথা সেই শিক্ষাঙ্গনই আজ নেতিবাচক এই ছাত্ররাজনীতির কারণে কলংকিত। যেখানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার কথা সেখানে শিক্ষার পরিবেশ হচ্ছে বিঘ্নিত। যেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চা করার কথা সেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে হত্যা করা হচ্ছে। যেখানে গবেষণায় উৎকর্ষ সাধনের কথা সেখানে আজ অস্ত্রের ঝনঝানিতে গবেষণাগার নিশ্চল হয়ে পড়ে রয়েছে। যেখানে মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হওয়ার কথা সেখানে ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনা ঘটছে। উৎসবও পালন হচ্ছে কখনও কখনও। যেখানে ব্যক্তিত্ববান হয়ে আগামী দিনে দেশের প্রয়োজনে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠার কথা সেখানে চাঁদাবাজির আর টেন্ডারবাজির খেলায় মেতে উঠছে। যেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হওয়ার কথা সেখানে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়ার জন্য সম্মানিত অধ্যাপক-শিক্ষক-অধ্যক্ষকে তালাবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে। যেখানে আইনকে শ্রদ্ধা করার শিক্ষা নেয়ার কথা সেখানে, আইনের প্রতি অবজ্ঞা করার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা হচ্ছে।

আজকের ছাত্ররাজনীতি জাতিকে, শিক্ষাঙ্গনকে সর্বোপরি ছাত্রদের কি দিয়েছে? জাতিকে দেয়ার মতো কোন গুণ বর্তমান ছাত্ররাজনীতি অর্জন করতে পারেনি। জাতির ক্রান্তিলগ্ন তথা জাতীয় দুর্যোগ সিডরের সময় কোন ছাত্ররাজনীতির কোন কর্মকাণ্ড চোখে পড়ার মতো ছিল না। জাতির জন্য বোঝাস্বরূপ বিশাল অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য নেই কোন কর্মসূচি কোন ছাত্র সংগঠনের। আর শিক্ষাঙ্গন? তাদের দখলদারিত্ব-অস্ত্রের মহড়া-খুনাখুনির দরুন বন্ধ হয়ে আছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দখলদারিত্ব নিয়ে সংঘটিত ঘটনা কেন শিক্ষানগরীর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আঘাত হানল? কেন সব বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়া হল? কলুষিত এই ছাত্ররাজনীতি শিক্ষানগরীর শিক্ষাঙ্গনকে আজ স্তব্ধ করে দিল। ছাত্রছাত্রীদের কি দিল? কারও জীবন কেড়ে নিল। কারও শিক্ষাজীবন থেকে এক এক করে মিনিট ঘণ্টা দিন মাস কেড়ে নিচ্ছে। শিক্ষাজীবনকে করে তুলছে অসহনীয়-দুর্বিষহ। সন্তানের দীর্ঘ শিক্ষাজীবনের অর্থের জোগান দিতে গিয়ে তাদের পরিবারকে করছে বিপর্যস্ত। আর মেধাবী শিক্ষার্থীর 'সোনার হরিণ' পাওয়ার স্বপ্নকে করছে ধূলিসাৎ। হতাশায় হচ্ছে নিমজ্জিত। আসক্ত হচ্ছে মাদকে। সুন্দর জীবন যাচ্ছে উচ্ছন্নে। আর জাতি হারাচ্ছে তার মেধাবী আগামী দিনের কাণ্ডারিকে।

আমরা নিরাশ হতে চাই না। আমরা আশার আলো দেখতে চাই। সম্প্রতি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন-২০০৯ আইনটি জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। এতে রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে ছাত্র সংগঠনসহ অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠনকে অঙ্গসংগঠন বা সহযোগী সংগঠন হিসেবে না রাখার বাধ্যবাধকতা করা হয়েছে। এখন আর আইনত ছাত্রসংগঠনগুলো মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গসংগঠন বা সহযোগী সংগঠন নয়। আমরা জানি, মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর ছত্রচ্ছায়ায় ছাত্রসংগঠনগুলো তাদের সব কর্মকাণ্ড চালায় এবং প্রয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা-প্রশ্রয়-আশ্রয় পায়। তাই অনেক সময় বেপরোয়া হয়ে ওঠে। আইন-শৃংখলা বাহিনীর সামনে বীরের(!) মতো ঘুরে বেড়ায়। আমরা আশা করব, এখন আইন হয়েছে। নেতিবাচক ছাত্ররাজনীতিকে কেউ আর প্রশ্রয় দেবে না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করবে। আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, সময় এসেছে এই চলমান নেতিবাচক ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার। শিক্ষামন্ত্রী তার কথার বাস্তবায়নের মাধ্যমে কলুষিত এই ছাত্ররাজনীতির প্রথম ধাপ শুরু করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

শাফিউল ইসলাম : *শিক্ষক, লোক প্রশাসন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*